2

তারিখ 14 JUL 2996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আজকের কাগজ

ব্যবহারিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ও কেন্দ্র সচিবের গাফিলতি

উলিপুরের ১১৫২ জন এসএসসি পরীক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত

তৈয়বুর রহমান ঃ ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণে দুর্নীতি ও কেন্দ্র সচিবের গাফিলতির কারণে কুড়িগ্রামের উলিপুর এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশ স্থগিত হওয়ায় প্রায় ১২শ' পরীক্ষার্থীর ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উলিপুরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। জানা গেছে, কেন্দ্র সচিব নিয়োগের প্রাক্কালে সরকারি বিধান উপেক্ষা করে সরাসরি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পরিবর্তে উলিপুর এমএস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে নামমাত্র কেন্দ্র সচিব নিয়োগ করে সংশ্লিষ্ট স্কুলের পরিচালনা কমিটির প্রভাবশালী একজন সদস্য ও শিক্ষক আহমদ আলী ও আব্দুল হামিদ পরীক্ষার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এর ফলে পরীক্ষার শুরুতে শিক্ষকদের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তি দেখা দেয় এবং একটি অংশ পরীক্ষার দায়িত্ব পালনে বিরত থাকে। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়ন্ত্রণে আনলেও নানা অনিয়মের মধ্যদিয়ে লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়। কিন্তু ব্যবহারিক পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা পরীক্ষার্থিদের নম্বর প্রদানে মোটা অংকের অর্থ আদায় করে এবং বেসামাল হয়ে নির্ধারিত ২৫ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিদের ২৬, ২৭, ২৮ নম্বর পর্যন্ত দিয়ে দুর্নীতির রেকর্ড স্থাপন করে। অন্যদিকে অর্থ আদায়ের কারণে ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল রাজশাহী বোর্ডে প্রেরণে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটলে রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক একাধিকবার থানা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে কেন্দ্র সচিবকে তাগাদা দিয়ে ব্যর্থ হন। ফলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ উলিপুর এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের ১১২৫ জন পরীক্ষার্থীর ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরের ঘর ফাকা রেখে সংশ্লিষ্ট ফলাফলের কাগজপত্র ঢাকায় পাঠালে উক্ত কেন্দ্রের পরীক্ষার্থিদের ফলাফল স্থগিত করা হয়। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বিষয়টি দ্রুত বোর্ড কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানান। এদিকে ফলাফল স্থগিত হবার বিষয়টি ব্যবহারিক পরীক্ষার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় উক্ত কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। এ কারণে ছাত্র ও অভিভাবক মহলে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। অভিভাবক মহল ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে।